ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের যথার্থ উপলব্ধি

ইয়োব ৮:১-২২

ইয়োবের দুর্দশার সময় তাকে সান্ত্বনা দিতে তার ৩ বন্ধু অনেক পথ অতিক্রম করে ইয়োবের কাছে এসেছে। কিন্তু তারা ইয়োব ও তার পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা ইয়োবের দুর্দশাকেইয়োবের পাপের প্রতিফল হিসাবে দেখেছে; কিন্তু ইয়োব তার জীবনে এমন কোনও বিশেষ পাপকে জানে না, যার জন্য এমন মহাদুর্দশা তাকে ভোগ করতে হতে পারে। এখন, আমাদের অজানা, এমন কোনও বিষয়ের জন্য যখন আমাদের দোষী করা হয়, তখন তা সহ্য করা আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর। তাই, ইয়োবের এই ৩ বন্ধু ইয়োবকে সান্ত্বনা দেবার পরিবর্তে, তাদের কথার দ্বারা ইয়োবকে আরও কষ্ট দিতে এসেছে। ৩ বন্ধুর মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ইলীফস প্রথমে কথা শুরু করেছিল, কিন্তু তার উন্নত যুক্তির বক্তৃতা ইয়োবকে কেবল ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল বা রাগিয়ে দিয়েছিল।

৮ অধ্যায়ে ইয়োবের দ্বিতীয় বন্ধু, বিল্‌দদ ইয়োবের বিরুদ্ধে আক্রমণের ভার নিয়েছে। বিল্‌দদের বক্তব্য যদিও আকারে ছোট, তবুও তার বক্তব্যের মধ্যে আমরা যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই। বিল্‌দদ ঐতিহ্য বা পরম্পরার পৃষ্ঠপোষক। সে ইলীফসের মতো অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলে না, কিন্তু সে তার পাণ্ডিত্য থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করে ও কথা বলে। আমরা তাকে এমন একজন ঈশতত্ত্ববিদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি, যে বিভিন্ন বই পড়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী, কিন্তু বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি তার না জানা থাকায়, সেই জ্ঞানের সঠিক প্রয়োগে সে ব্যর্থ।

ঈশ্বরের যে বৈশিষ্টকে বিল্‌দদ তার বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছে, তা হল, ***"ঈশ্বর বিচার-বিরুদ্ধ (অবিচারের) কাজ করেন না"*** (৩ পদ)। এ বিষয়ে তার বিশ্বাস খুব দৃঢ়, কারণ পিতারা তা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন (৮-১০ পদ) এবং প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় (১১-১৯ পদ)। তার বক্তব্য হল, কোনও প্রকার ব্যতিক্রম ছাড়াই, ধার্মিকরা আশীর্বাদ পায় ও দুষ্টরা শাস্তি পায়। এর বিপরীত কোনও ঘটনা যদি আমাদের চোখে পড়ে, তাহলে তার স্থায়িত্ব ক্ষণকাল মাত্র, ন্যায়বিচার অবশ্যই প্রকাশ পাবে ও ঘটনার পরিবর্তন ঘটবে।

১। ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের পথ (৮:১-৭)

বিল্‌দদের বক্তব্যের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই যে, ইয়োবের কথা শুনে বিল্‌দদ খুবই বিরক্ত হয়েছে, তাই সে ইয়োবকে বলেছে, ***"তুমি কতক্ষণ এই সমস্ত বলবে? তোমার মুখের কথা প্রচণ্ড ঝড়ের মতো বইবে?*** (২ পদ)। এর আগে, ইয়োব তার বন্ধুদের দোষারোপ করে বলেছিল যে, তারা সঠিক জ্ঞানের কথা বলতে ব্যর্থ হয়েছে (৬:২৪-২৫)। ধরা যেতে পারে, বিল্‌দদ এতে বিরক্ত হয়েছে; তাই, সে ইয়োবের লম্বা বক্তৃতা বন্ধ করতে বলেছে। বিল্‌দদের কানে ইয়োবের কথাগুলো ধবংসকারী প্রচণ্ড ঝড় বলে মনে হয়েছে।

বিল্‌দদের কথা বলার ধরণ হল, প্রশ্ন করা এবং সেই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যুক্তির অবতারণা করা। ৩ পদে বিল্‌দদ তার বক্তব্যের প্রধান সূত্রকে তুলে ধরেছে, ***"ঈশ্বর কখনও ন্যায়বিচারকে বিকৃত*** *(pervert)* ***করেন না।"*** এখানে, বিকৃত করার জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা ওজনে গরমিলের (আমোষ ৮:৫) কথা বলতে, বা বক্র পথের কথা বলতে বাইবেলে ব্যবহৃত হয়েছে। এখন বাইবেল ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্বন্ধে কী বলে? পরিষ্কার উত্তর, ঈশ্বর সর্বদা ন্যায়বিচার সাধন করেন। বাস্তবে, কোনটা ন্যায় এবং কোনটা অন্যায়, তা ঈশ্বরের প্রকৃতি ও বৈশিষ্টের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। তাই, ন্যায়বিচার হল ঈশ্বরেরই অন্য নাম। তিনি কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। গীতসংহিতা ৭২:১-৭ বা ৯৯:৪ পদ বলে যে ন্যায়বিচার হল ঈশ্বরের শাসনের ভিত্তি। ২বিবরণ ৩২:৪ পদে, ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"তিনি শৈল, তাঁর কর্ম সিদ্ধ, কারণ তাঁর সমস্ত পথ ন্যায্য; তিনি বিশ্বাস্য ঈশ্বর, তাঁতে অন্যায় নাই; তিনিই ধর্মময় ও সরল।"***

এখন, বিল্‌দদের বক্তব্য হল, ঈশ্বর যেহেতু ন্যায়ে শাসন করেন, সেইহেতু যদি কোনও মানুষ শাস্তি ভোগ করে, তাহলে বুঝতে হবে যে, সে অবশ্যই কোনও বিশেষ পাপ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

করেছে। এই যুক্তিতে, বিল্‌দদ আরও বলে যে, ***"ইয়োবের সন্তানরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তাই তিনি তাদের অধর্মের হাতে সমর্পণ করেছেন"*** (৪ পদ)। অর্থাৎ, তাদের বিভিন্ন পাপই তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাদের মৃত্যুর বিষয় ঈশ্বর প্রকৃত ন্যায়বিচারকের কাজ করেছেন। বিল্‌দদের এই কথা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, সেও ইয়োবের অন্যান্য বন্ধুদের ন্যায়, সমস্ত দুর্দশার পেছনে পাপকেই একমাত্র কারণ হিসাবে নির্দেশ করেছে।

অবশ্য, ইয়োবকে কেবল দোষী করা নয়, তার সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভের পথ সম্বন্ধেও বিল্‌দদ ইয়োবকে বলেছে, ***"ইয়োব যেন ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, তার কাছে সাধ্যসাধনা করে"*** (৫ পদ)। বিল্‌দদের বক্তব্য হল, ইয়োব যদিও এই মুহূর্তে, শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক যন্ত্রণা অনুভব করে চলেছে, কিন্তু তার পুত্র-কন্যাদের মতো তার এখনও মৃত্যু না হওয়ায়, ইয়োবের কাছে সুযোগ আছে; ইয়োব ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসে পাপ স্বীকার করে পুনরায় ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে পারে। তাই, ৬ পদে বিল্‌দদ ইয়োবকে বলেছে, ***"তুমি যদি সত্যি নির্মল ও সরল*** (১:১) ***হও, ঈশ্বর তোমার পক্ষে ব্যবস্থা নেবেন, তোমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন।"*** ৭ পদে বিল্‌দদ প্রতিফল বা প্রতিদানের ইতিবাচক দিককে উল্লেখ করেছে- ধার্মিকতার আচরণ জাগতিক আশীর্বাদ লাভ করে। তাই, বিল্‌দদ বলেছে, ***"তোমার শুরু ক্ষুদ্র মনে হবে, তোমার শেষ দশা (ভবিষ্যৎ) উন্নতশীল (সাফল্যপূর্ণ) হবে।"*** বিল্‌দদের এই কথা শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হবে (৪২:১২), কিন্তু বিল্‌দদ তা দেখে তখন অবাক হবে, কারণ তার শর্ত না মেনেই তা সাধিত হবে।

২। ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের পক্ষে সাক্ষ্য (৮:৮-১৯)

ঈশ্বর যে কখনও ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করেন না, বিল্‌দদ এই যুক্তিকে দাঁড় করাবার জন্য দুটি ভিত্তিকে ব্যবহার করেছে— (ক) পরম্পরা থেকে শিক্ষা (৮-১০ পদ) এবং (খ) প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন উদাহরণ (১১-১৯ পদ)।

(ক) পরম্পরা থেকে শিক্ষা (৮-১০): ৮ পদে, বিল্‌দদ ইয়োবকে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে বলেছে, ***"পূর্বপুরুষদের অনুসন্ধান-ফলে মনোযোগ কর।"*** কোনও একজনের অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা যেহেতু যথেষ্ট নয়, সেইহেতু পূর্বপুরুষদের পরম্পরার প্রতি মনোযোগী হওয়া জ্ঞানবানের পরিচয় (৯ পদ)। বিল্‌দদের এই কথার মধ্যে আমরা মোশির কথা দেখতে পাই, ***"পুরাকালের দিন সমস্ত স্মরণ কর, বহু প্রজন্মের বৎসর সমস্ত আলোচনা কর; তোমার পিতাকে জিজ্ঞাসা কর, সে জানাবে; তোমার প্রাচীনদের জিজ্ঞাসা কর, তারা বলবে"*** (২বিবরণ ৩২:৭)। ১০ পদেও একই প্রশ্নের দ্বারা বিল্‌দদ বলতে চেয়েছে যে, সমস্ত পরম্পরা ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। বিল্‌দদের এই কথা সম্পূর্ণ সত্য, তার এই কথার মধ্যে কোনও ভুল খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন।

(খ) প্রকৃতির বিভিন্ন উদাহরণ (১১-১৯): বিল্‌দদ প্রথমে নল (প্যাপিরাস) এবং খাগ্‌ড়ার উদাহরণ দিয়েছে (১১-১৩)। নল বা খাগ্‌ড়া কাদ-জলে ভালো বাড়ে (১১ পদ)। যখন সে সূর্যের যথেষ্ট আলো পায়, তখন খুব তাড়াতাড়ি বড় হয় বা লম্বা হয়। কিন্তু তার বাড়-বাড়ন্ত অবস্থায় যদি জল ফুরিয়ে যায়, তাহলে তা ফসল কাটার নির্ধারিত দিনের অনেক আগেই শুকিয়ে যায় (১২ পদ)। এই উদাহরণকে বিল্‌দদ ***"যারা ঈশ্বরকে ভুলে যায়"*** বা ***"পামরের (ঈশ্বরবিহীন)"*** পরিণতির সঙ্গে তুলনা করেছে। ঈশ্বরকে ভুলে যাওয়া স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়ার ফল নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা তাঁর শিক্ষাকে স্বেচ্ছায় অস্বীকার করার কাজ। এ কাজ তাদের দ্বারা সাধিত হয়, যারা ঈশ্বরের বিধানকে লঙঘন করে নিজেদের গৌরব আকাঙক্ষা করে (যিশাইয় ৯:১৭;হিতোপদেশ ১১:৯)। তাদের সাফল্য জনতার ভিড়ের মধ্যে তাদের উপরে তোলে, তাদের ঔদ্ধত্য তাদের অস্তিত্বের পেছনে ঈশ্বরে হাতকে অস্বীকার করে, কিন্তু তাদের লক্ষ্য পূর্ণ হওয়ার আগেই তারা নল বা খাগ্‌ড়ার মতো শুকিয়ে যায় (১৩ পদ)।

প্রকৃতি থেকে বিল্‌দদের দ্বিতীয় উদাহরণ মাকড়সার জাল (১৪-১৫ পদ)। প্রত্যেক মানুষ কোনও না কোনও বিষয়ের উপর ভরসা রাখে। যখন বিশ্বাসীরা ঈশ্বরে, তাদের শৈলে নির্ভর করে (যিশাইয় ২৬:৩-৪);কিন্তু যারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, তারা তাদের অর্জিত ধন-সম্পত্তি বা জ্ঞান-বিদ্যায় নির্ভর করে। কিন্তু তাদের নির্ভরতার এই সমস্ত পার্থিব বিষয়কে মাকড়সার জালের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

মাকড়সার জাল হল সবথেকে ভঙ্গুর, নশ্বর বা ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের উদাহরণ। কেউ যদি তার পতন থেকে রক্ষা পাবার জন্য মাকড়সার জালে নির্ভর করে, তাতে কোনও লাভ হয় না। এর দ্বারা বিল্‌দদ ইয়োবকে সতর্ক করতে চেয়েছে যে, ইয়োবের পার্থিব বা ব্যক্তিগত সমস্ত নিরাপত্তাই মাকড়সার জালের ন্যায় মূল্যহীন।

ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের পক্ষে প্রকৃতি থেকে বিল্‌দদের তৃতীয় উদাহরণ, ***বাগানের গাছ***(১৬- ১৯)। দুষ্টদের পরিণতি সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে, বিল্‌দদ বাগানের এমন গাছের কথা বলেছে, যে সূর্যের আলো পেয়ে বা বাগানে যথেষ্ট জলের সরবরাহ থাকায়, তাড়াতাড়ি সতেজ হয় ও বড় হয় (১৬ পদ); এই সতেজতা ও বৃদ্ধি দেখে তার বিনাশ চিন্তা করা যদিও খুব কঠিন, লাউ বা কুমড়ো গাছের ন্যায় এক টানে মালি তাদের মাটি থেকে উপড়ে ফেলে। দুষ্টদের বৃদ্ধি মাটিতে শক্ত শিকড় ছড়ানোর ন্যায় মনে হলেও, ঈশ্বরের ইচ্ছায় তা এক মুহূর্তে বিনাশ পায়। তার শক্ত শিকড় বা সেই মাটি কোনও কাজে লাগে না। এই উদাহরণের দ্বারাও বিল্‌দদ ইয়োবকে বলতে চেয়েছে যে, ঈশ্বরের ন্যায় বিচারকে স্মরণ করে, এখনও সময় আছে, ইয়োব যেন নিজের পাপ স্বীকার করে এবং ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে।

৩। প্রয়োগ (২০-২২ পদ)

পরম্পরা ও প্রকৃতি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর কখনও তাঁর ন্যায়-বিচারের বিরুদ্ধে কাজ করেন না। তাই, বিল্‌দদ তার প্রথম বক্তৃতাকে এই বলে শেষ করেছে, ***"ঈশ্বর সিদ্ধ কে নিগ্রহ করেন না; তিনি দুরাচারদের হাত ধরে রাখেন না"*** (২০ পদ)। এর আগে ইয়োব বলেছিল যে, সে নির্দোষ হওয়া সত্বেও ঈশ্বর তাকে পরিত্যাগ করেছে (৭:২০-২১)। এখানে, বিল্‌দদ ইয়োবের সেই কথার প্রতিবাদ করেছে। বিল্‌দদ ভেবেছে যে, সে তার বক্তব্যের দ্বারা ইয়োবকে তার ভুল বোঝাতে পেরেছে, তাই, দুটি সুন্দর প্রতিজ্ঞার কথা উল্লেখ করে বক্তব্য শেষ করেছে, ***"ঈশ্বর তোমার মুখ হাসিতে পূর্ণ করবেন,"*** এবং ***"ঈশ্বর তোমার ওষ্ঠ আনন্দগানে পূর্ণ করবেন"*** (২১ পদ)। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাকে বর্ণনা করতে গিয়ে ২২ পদে বিল্‌দদ ***বিদ্বেষীদের লজ্জিত*** হবার কথা ও ***দুষ্টদের তাম্বু উচ্ছিন্ন*** হবার কথা বলেছে। ৭:২১ পদে ইয়োব বলেছিল, ***"আমি অনুদ্দিষ্ট হব;"*** কিন্তু এখানে বিল্‌দদ ইয়োবকে বলতে চেয়েছে, ইয়োব যদি ধার্মিক হয়, তাহলে সে নয় কিন্তু দুষ্টদের তাম্বু অনুদ্দিষ্ট হবে।

আমরা যখন ইয়োব পুস্তকের শেষের দিকে উপস্থিত হব, তখন দেখতে পাব যে স্বয়ং ঈশ্বর আবির্ভূত হয়েছেন এবং বলছেন যে ইয়োব যা বলেছে, তা ঠিক; কিন্তু তার বন্ধু রা যা বলেছে, তা ভুল। কিন্তু ৮ অধ্যায়ে বিল্‌দদের এই বক্তব্যের মধ্যে আমরা কি কোনও ভুল পাই? তার বক্তব্যের মধ্যে যদিও কোনও ভুল নেই, কিন্তু তার মনোভাবের মধ্যে আমরা ভুল দেখতে পাই।

বিল্‌দদ ইয়োবের কথার পরিপ্রেক্ষিতে ইয়োবকে সমুচিত উত্তর দিয়েছে; কিন্তু সে একবারের জন্যও ইয়োবের পরিস্থিতিকে (যা ইয়োবকে এমন কথা বলতে বাধ্য করেছে) উপলব্ধি করার চেষ্টা করেনি। আজকের দিনেও, আমরা অন্যদের কয়েকটা কথাকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করি; কিন্তু কী পরিস্থিতিতে সে সেই কথা বলেছে, তা উপলব্ধি করার চেষ্টা করি না। আমরা কি কখনও তার জায়গায় নিজেকে একবারও চিন্তা করে দেখেছি (মথি ৭:৭) ? তাদের দুঃখ বা সমস্যার সঙ্গে একাত্ম হবার চেষ্টা করেছি? না-কি কেবল তাদের কথার জবাব দিতে মাথা খাটিয়েছি?

দ্বিতীয়তঃ, বিল্‌দদের ঈশতত্ব সত্য হলেও, অসম্পূর্ণ। কারণ, সে জানে যে, একজন মানুষের জীবনে বিভিন্ন দুঃখ দুর্দশা কেবল তার নির্দিষ্ট পাপের ফল। এখন, জীবনের অনেক সমস্যার কারণ অবশ্যই নির্দিষ্ট পাপ, তাতে সন্দেহ নেই; কিন্তু আমাদের জীবনে দুঃখ-দুর্দশাকে অনুমতি দেবার পেছনে ঈশ্বরের অন্য কারণও যে থাকতে পারে। বিল্‌দদ তাকে অস্বীকার করেছে। তাই, ইয়োবের পুস্তক আমাদের শিক্ষা দেয়, আমরা যেন ঈশ্বরের কাজকে অসম্পূর্ণ ঈশতত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করি।

তৃতীয়তঃ, বিল্‌দদ ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সম্বন্ধে এত কথা বললেও, একবারও প্রার্থনায় ঈশ্বরের ন্যায়বিচার কামনা করেনি বা ইয়োবের জন্য প্রার্থনা করেনি। মুখে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের কথা বললেও, সে নিজে ইয়োবের বিচার করেছে।